গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

২৪ ফাল্গুন ১৪২৩

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.৩৩.০০২.২০১৪(অংশ)- ১৬১(৫০) তারিখঃ---------------------
০৮ মার্চ ২০১৭

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২৮.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামত।

৮.৩.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ **dscoordination@mofood.gov.bd**

বিতরণঃ কার্যার্থে।

০১। চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।
০৩। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৪। মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
০৫। ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৮। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৯। বাজেট অফিসার/ প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (প্রশাসন/ সংগ্রহ ও সরবরাহ/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১১। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৮.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত আপলোডে করার জন্য অনুরোধ করা হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার স্থানঃ মিনি কনফারেন্স রুম
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখঃ ২৮.০২.২০১৭ খ্রিঃ বিকাল ৩-৩০ মিনিট

উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা হল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)কে আহবান জানান। যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত/ সভা সমাবেশে প্রদত্ত মোট ৭টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত প্রতিমাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়ে থাকে।

যুগ্মসচিব সভায় আরও জানান যে, ০৯.১১.২০১৪ খ্রিঃ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯টি নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সকল নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতিও নিয়মিত প্রতিমাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে ১৯টি নির্দেশনার মধ্যে ৩টি নির্দেশনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ১টি কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উক্ত মন্ত্রণালয় ২টি হতে সংগৃহীত তথ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রগতি প্রেরণও অব্যাহত আছে।

এ সভা আহবানের বিষয়ে অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, গত ২৫.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত ৫টি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত নং-১, ৪ ও ৬ প্রশাসন-১ শাখা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ১০ নং পত্র সংখ্যায় অনুরোধ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিনা বাস্তবায়নে মাসে ন্যূনতম একটি সভা করে কার্যবিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ বিষয়ক ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে আজকের সভা আহবান করা হয়েছে।

প্রধাণমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ে নিম্নরুপ বিস্তারিত আলোচনা **(ক) প্রতিশ্রুতি (খ) নির্দেশনা** বাস্তবায়ন অগ্রগতি হিসেবে মন্তব্যসহ প্রতিবেদন প্রেরণে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

ক্রমিক নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামগুলোতে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামসমূহ উচুঁকরণসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। নবনির্মিত এবং নির্মাণাধীন গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্যার পানি প্রবেশে তথা বিপদজনক লেভেল এর উপরের উচ্চতায় ফ্লোর নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় অবস্থিত সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের উপর বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়ন অব্যাহত

		হয়ে থাকে।	
২।	খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে অন্তত ৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাইস সাইলো নির্মাণের ব্যবস্থা থাকবে।	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে এ যাবৎ উত্তরাঞ্চলে ১ লাখ ৮৭ হাজার মেট্রিক টনসহ সারাদেশে ৪.১৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত
		(২) নির্মিত এ সকল গুদামের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার সান্তাহারে ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse এবং বাগেরহাট জেলার মোংলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Concrete Grain সাইলো নির্মিত হয়েছে। এ ২টি স্থাপনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত
		(৩) সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় ১৬২টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ সকল কাজের অগ্রগতি ৩৮% (প্রায়)।	গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান আছে
		(৪) দীর্ঘ মেয়াদ ও আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৪.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের জন্য এবং ২টি গমের মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১৯%।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন
৩।	নেত্রকোণা সদর, মদন, কেন্দুয়া, কলমাকান্দা ও পূর্বধলা উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ	"Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন নেত্রকোণা জেলার পাঁচটি উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত
৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে ১০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ।	Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নাসিরনগরে ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত
৫।	বৃহত্তর রংপুর জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখার বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিতে হবে।	**রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলাসমূহের জেলা-ওয়ারী খাদ্য (চাল ও গম একত্রে) মোট মজুদ (০৫-০৩-২০১৭ তারিখে) নিম্নরূপঃ** **জেলার নাম — মোট মজুদ মেঃ টন** **রংপুর — ১৪,০০৮** **কুড়িগ্রাম — ১৩,২৪০** **লালমনিরহাট — ৯,৩৫২** **নীলফামারী — ১৩,৯২৪** **গাইবান্ধা — ২০,২৬০** **মোট — ৭০,৭৮৪** **বৃহত্তর রংপুর জেলায় সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক।**	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও চলমান আছে।

৬।	মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহে শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ	**খাদ্য মন্ত্রণালয়ঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শূন্য পদ পূরণের তথ্য নিম্নরূপঃ (১) ১ম শ্রেণির ২টি; (২) ২য় শ্রেণির ২টি; (৩) ৩য় শ্রেণির ১৭টি ; (৪) ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি পদ ; মোট ৩৯ টি পদ	নিয়োগবিধি প্রক্রিয়াধীন। নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হলে শূন্য পদ পূরণ করা হবে।
		খাদ্য অধিদপ্তরঃ (১) ১ম শ্রেণি ক্যাডার পদ ৪২ টি; (২) ৩য় শ্রেণির ২২৬১ টি; (৩) ৪র্থ শ্রেণির ২২৩৩ টি; মোট সর্বমোট ৪৫৩৬ টি পদ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত
		বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ (চার) জন সদস্য, ১ (এক) জন সচিব এবং ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক পদসহ মোট ১১টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ৩৬৫ জনবলের সৃষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পদভিত্তিক বেতন স্কেল অনুমোদিত হলে জনবল নিয়োগের বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হবে
৭।	আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মোংলা বন্দরে খালাস। (১৫-০৩-২০১১ তারিখে বাগেরহাটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। ০৪-০৪-১৩ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মংলা বন্দরে এবং ৬০% চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের প্রতিশ্রুতি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং চলমান

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন (০৯.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শনকৃত)

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সব মৌসুমে খাদ্য উৎপাদন ভাল নাও হতে পারে। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।	প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য কারণে ফসলহানির আশংকাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সারা বছরব্যাপী খাদ্য মজুদ করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে সার্বক্ষণিক ১০ লাখ বা তারও বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ করে আসছে। অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে এ মজুদ গড়ে তোলা হয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত
২।	মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানোর	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন-খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিজিডি, শিক্ষার জন্য খাদ্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি খাতে বিতরণের জন্য খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত

	ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		
৩।	রমজান মৌসুমে তেল, ডাল, ছোলা জাতীয় খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলে পর্যাপ্ত সময় পূর্বে এসকল দ্রব্যের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। এসকল দ্রব্যের মজুদ গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে সরকারি গুদাম ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	মজুদ সম্পর্কিত নির্দেশনার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। তবে, খাদ্য গুদাম ভাড়া দেয়ার বিষয় খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কোনো সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান গুদাম ভাড়া নিতে চাইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় গুদাম ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছে।	নির্দেশনাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা যায়। তবে গুদাম ভাড়া দেয়ার বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তুত আছে।
৪।	দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য বাজারে সরকারের অবস্থান সৃষ্টি করতে হবে।	নির্দেশনার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।	নির্দেশনাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা যায়
৫।	মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সুষম খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য কণিকা মন্ত্রণালয় প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ভাত, মাছ-মাংস, শাক সবজি, ফলমূল এর সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে '৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য (১) ঘরে তৈরী উন্নত পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, (২) Food Composition Table for Bangladesh এবং (৩) জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক বহুল প্রচার করা হয়েছে, প্রকাশনাগুলো আরও বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়ন চলমান
৬।	৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত ও চলমান
৭।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার জন্য নতুনভাবে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত ও চলমান
৮।	গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত	নির্দেশনার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।	নির্দেশনাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা

	রাখতে হবে।		যায়
৯।	ধান, চাল, গম শুধুমাত্র গুদামজাত না করে তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মজুদকৃত খাদ্যে যাতে পোকামাঁকড় আক্রমণ না করে, তা নির্দিষ্ট সময় পরপর নিয়মিত ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে।	ধান, চাল, গম যাতে কীটাক্রান্ত না হয় এ জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। গুদামজাত খাদ্যশস্য পোকা মাকড়ের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য কীটনাশক, জিপিশীট, আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, ত্রিপল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সংগ্রহপূর্বক মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে মজুদকৃত খাদ্যশস্য ৩ থেকে ১৪ মাস পর্যন্ত মজুদ রাখা হয়। খাদ্যশস্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করায় নিকট অতীতে খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়ার কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।
১০।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরিদর্শন/তদারকি জোরদার করতে হবে।	খাদ্যশস্য অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মজুদ খাদ্যশস্য পরিদর্শন করে থাকেন। খাদ্যশস্যের গুণগতমান যাচাই, কীট নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং মনিটরিং অব্যাহত আছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।
১১।	আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম নির্মাণ করতে হবে এবং এজন্য গৃহিত প্রকল্প গুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মংলা বন্দরে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত
		আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম হিসেবে বগুড়ার সান্তাহারে ১টি মাল্টিস্টোরিড ওয়ার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। **Multistoried Warehouse** এর কাজ ১০০% বাস্তবায়িত হওয়ায় ২৬.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **Warehouse**টি শুভ উদ্বোধন করেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত
		দীর্ঘ মেয়াদ ও আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৪.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের জন্য এবং ২টি গমের জন্য মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১৯%।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন
১২।	পোস্তগোলা ময়দার মিলের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করে ময়দা উৎপাদনে যেতে হবে।	প্রকল্পটি জুন/২০১৫ খ্রি. সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি আধুনিক ময়দার মিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ময়দা মিলটিতে উৎপাদন কাজ চলছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত
১৩।	কৃষিজাত পণ্যের নতুন নতুন আইটেম তৈরি করে তা পরিবেশ বান্ধব প্যাকেটজাত করে বিদেশে রপ্তানি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	নির্দেশনাটি সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা যায়
১৪।	জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে	নিরাপদ খাদ্য আইন' ২০১৩ গত ১ ফেব্রুয়ারি' ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ কার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্য, কর্তৃপক্ষের সচিব ও ৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

	এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।	জন পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেনে দপ্তর স্থাপনপূর্বক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৪২২ জন লোকবলের অনুমোদিত হলে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩৬৫ জনবল কাঠামো সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। জনবল সৃজন প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপক কার্যক্রম এবং Surveillanceসহ ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
১৫।	বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাল, গম, ভুট্টার সংমিশ্রণে পুষ্টিমাণ সমৃদ্ধ খাবার তৈরির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে WFP ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় VGD কর্মসূচির অধিনে প্রাথমিকভাবে ৩টি জেলার ৫টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও ধুনট, সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজীপুর এবং কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় Pilot ভিত্তিতে ১১,১৫৪টি পরিবারের মাঝে কার্ড প্রতি ৩০ কেজি হারে প্রতিমাসে মোট ৩৩৪.৬২০ মেট্রিক টন চাল বিলি করা হয়। এ চালে Vitamin-A, B-1, B-12, Folic Acid, Iron ও Zinc ইত্যাদি পুষ্টি Fortify করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বাংলায় জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা নভেম্বর, ২০১৫ মাসে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে নিজস্ব উদ্যোগে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ, খুলনা জেলার দাকোপ, বাগেরহাট জেলার শরণখোলা এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ চাল পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হারে ১১,৮৬৭ উপকারভোগী পরিবারের নিকট বিতরণের কর্মসূচি খাদ্য অধিদপ্তরের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন
১৬।	দেশে দরিদ্র শিশুদের জন্য স্কুল ফিডিং এর বিষয়ে জোর দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে সকল পেশার মানুষের অংশগ্রহণে সমন্বয় কমিটি গঠন করে পুষ্টিযুক্ত খাদ্য সরবরাহের জন্য অর্থ সংস্থান করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	দেশে দরিদ্র শিশুদের জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির বিপরীতে বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগিদের নিজস্ব সম্পদ ও সরকারের তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে গম বরাদ্দ হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তর এ খাতের বরাদ্দ ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার গুদাম হতে উন্নতমানের গম নিয়মিতভাবে সরবরাহ করে আসছে। এ খাতে সরকারি অর্থায়নে ১০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন এবং দাতা সংস্থার অর্থায়নে ১০ হাজার মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ২০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন গম সরবরাহ করা হয়ে থাকে। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত গম উত্তোলনপূর্বক নির্ধারিত ময়দাকলে গম ভাংগিয়ে আটা/ ময়দা হতে বিস্কুট প্রস্তুত করে নির্বাচিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সরবরাহ করা হয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন এবং অব্যাহতভাবে চলমান
১৭।	খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমে পাটের বস্তা ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।	বর্তমানে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মজুদকরণ ও বিলি-বিতরণে খাদ্য অধিদপ্তর ১০০% পাটের বস্তা ব্যবহার করছে। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
১৮।	শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির কার্যক্রম দ্রুত শেষ	কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষতঃ দানাশস্য উৎপাদনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

	করতে হবে।	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। সরকারি মজুদ সন্তোষজনক হওয়ায় ডিসেম্বর/ ২০১৪ এবং জানুয়ারি/ ২০১৫ মাসে ১২,৫০০ মেট্রিক টনের ২টি চালানে শ্রীলংকায় সরকার টু সরকার পর্যায়ে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা হয়েছে।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত
১৯।	বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে "খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা" বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিত্তিক ৪টি থিমেটিক টিম নিয়মিতভাবে কাজ করছে। খাদ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ফুড পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ "জাতীয় খাদ্য নীতি ও তার কর্মপরিকল্পনা ও "রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সি.আই.পি)" মনিটরিং কার্যক্রমকে তদারকী/সুপারভাইজ করছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার আওতায় জুন, ২০১৬ র্পযন্ত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে ১৪.১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ কর্মসূচি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়তি হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮.৮ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান চিহ্নিতকরণপূর্বক ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথমার্ধে সমাপ্তব্য কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তায় এ বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশে খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহত হয়েছে। সুসংহত খাদ্য নিরাপত্তা দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৭/৩/১৭

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

C:\Users\Siraj\Desktop\PM's Comitment.docx